পাঠক ফোরাম

বিরোধীদলের ভূমিকা

বিরোধী দলবিহীন সংসদ যে প্রাণহীন সেটা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দলই ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে তাদের শাসনামলে। বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। আর বিএনপি'র রয়েছে বিগত পাঁচ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা। সরকারি দলকে যেমন জনগণ ভোট দিয়েছে স্থানীয় তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য, তেমনি বিরোধীদলের সদস্যদেরও নির্বাচিত করেছে জনগণের কথা বলার জন্য। বর্তমান সরকারি দল দুই-তৃতীয়াংশ আসনের জোরে সংসদে যে কোনো বিল আনতে পারবে এবং তা পাসও করতে পারবে। কিন্তু বিরোধীদল সংসদে থাকলে জনস্বার্থ বিরোধী কোনো আইন পাসে অন্তত বাধা দিতে পারবে। দেশের স্বার্থেই বিরোধীদলের উচিত সংসদে যোগ দেয়া। কারণ তাদের মনে রাখা উচিত তারাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত।

বজলুল করিম লাড়লা
পিলখানা, ঢাকা

অতিথি পাখি

এখন চলছে হেমন্তকাল। মৃদু মন্দ বাতাসে পৌষের পূর্বাভাস। শীত আসন্ন। এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে অতিথি পাখি। ভোরের আকাশে শোঁ-শোঁ শব্দে ডানা মেলে বিনি সুতার ঝিনুকমালার মতো ভেসে আসবে হরেক রকমের শীতের পাখি– অতিথি আমাদের। কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু লোভী পাখি শিকারি সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবছর অতিথি পাখি নিঃশেষ করে চলেছে। রাজধানীর ব্যস্ত সড়কেও প্রকাশ্যে চলে অতিথি পাখি বিক্রি। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শিত হয় বন্য পশু-পাখি সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪-এর প্রতি। আশা করবো কোনো অতিথি পাখি যেন সংঘবদ্ধ পাখি শিকারি চক্রের কবলে না পড়ে। সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এখনই দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

হোসেন শহীদ মজনু
তোপখানা রোড, ঢাকা

আফগানিস্তান

কাবুলের আবারও পতন হলো। গত বাইশ বছর আগে কাবুলের পতন হয়েছে কয়েকবার। তবে সর্বশেষ পতন হয় তালেবানদের হাতে। আর এবার কাবুলের পতন ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সাহায্যধন্য উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে নিয়ে। আফগানিস্তানে মাসখানেক আগে যখন যুক্তরাষ্ট্র শুরু করে শুধু ওসামা বিন লাদেন ও তার আল- কায়েদার কর্মীদের ধ্বংস করা বা গ্রেপ্তার করা তখন কেউ ভাবেনি এমনটা হবে। কাবুলের পতন হলেও যুদ্ধ কি বন্ধ হবে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বাইশ বছর ধরে প্রচলিত বা অপ্রচলিত নানা ধরনের যুদ্ধ আফগানিস্তানের বাসিন্দাদের শান্তি বিনষ্ট করেছে। বলা হচ্ছে কাবুলে একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠন হবে। তবে, যে সরকার আফগানদের সকল মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন সরকারই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানে হানাহানি বন্ধ হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই সবার কামনা।

ডাড়লী
মিরপুর, ঢাকা

প্রত্যাশা

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের সাফল্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নতুন সরকার যেন 'দুর্নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান' হবার কলঙ্ক মুছে দিতে পারে সেই প্রত্যাশা রইল।

ফজলুর রহমান টিটু
সৌদি আরব

দলীয় সন্ত্রাস

৯ অক্টোবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ চারদলীয় ঐক্যজোটের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন স্থানে ও বক্তৃতায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু শপথ গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজের দলের ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লার পুত্র বিভিন্ন মামলার আসামি বাচ্চু মোল্লার বিভিন্ন কুকীর্তি জানা যায়। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের সন্তানদের এমন কুকীর্তি কি ভবিষ্যতে আরো শোনা যাবে? খালেদা জিয়া যদিও ভাষণে তাঁর দল ও ঐক্যজোটের সব নেতাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বলছি, অস্তিত্বের প্রয়োজনে জনগণের স্বার্থে কেবল কথা নয়, বাস্তবিক অর্থেই নিজ দলের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করুন।

তুহিন
ধর্মসাগরের পশ্চিম পাড়, কুমিল্লা

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

প্রতিটি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে গণমাধ্যম বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন দেয়ার অঙ্গীকার করে থাকে কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর আর তা রক্ষা করে না। আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিটিভি ও রেডিও খুললে মানুষ শুধু বঙ্গবন্ধু-বঙ্গবন্ধু শুনতে পেত, এখন বিএনপি আমলে শুধু শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া। জনগণ জানে মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ও শহীদ জিয়া কি ভূমিকা রেখেছিলেন। দেশের জন্য সত্যিকারের ভালোবাসার প্রয়োজন। সরকারের উচিত জনগণকে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

মোঃ রাশেদুজ্জামান জুয়েল
ময়মনসিংহ

কেন এই বৈষম্য

গত ১৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে লিখিত পরীক্ষা। যোগ্যতা হিসেবে চাওয়া হয়েছির পুরুষ স্নাতক ডিগ্রি পাস এবং মহিলা এসএসসি পাস। একজন এসএসসি পাস করা পুরুষ অথবা নারী নিশ্চয়ই একজন স্নাতক ডিগ্রি পাস করা

একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ

আওয়ামী লীগের ব্যাপক দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়ে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটকে নির্বাচিত করেছে। কিন্তু এতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং দলীয়করণ, দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের হাত বদল হয়েছে। আগে এসব কাজে প্রাধান্য পেত আওয়ামী লীগ– এখন বিএনপি। ক্ষমতা গ্রহণ করেই বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো নামকরণ, দলীয়করণে মেতে উঠেছে। প্রশাসনে চলছে রীতিমত সাঁড়াশি অভিযান। বদলি, বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে বিএনপি এখন ব্যস্ত। বিএনপি কর্মীরা তৎপর নানাবিধ সুবিধা আদায়ে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেও বিএনপি'র ছত্রছায়ায় রয়েছে সন্ত্রাসীদের অবস্থান। সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি সন্ত্রাসবাজ আওয়ামী লীগকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কিন্তু দেখা গেছে বিএনপি আওয়ামী লীগের শিক্ষাই গ্রহণ করেছে। আসলে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী আওয়ামী লীগ, বিএনপি'র মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। তারা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

ডাঃ নাজমা হক, লালমাটিয়া, ঢাকা

স্বাধীনতার ইতিহাস

পত্রিকায় দেখলাম পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর বইয়ে নতুন করে লেখা হচ্ছে স্বাধীনতার ইতিহাস। অনেক বই থেকেই বাদ দেয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নাম। সংযোজিত হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষক নামে নতুন অধ্যায়। এটা খুবই দুঃখজনক যে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবইগুলোর ভূমিকাও পাল্টে যাবে, অতীতেও তাই হয়েছে। দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বা একজন শহীদ জিয়াউর রহমানকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। স্বাধীনতার এতো বছর পরও আমরা স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধ এ বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক তুলছি। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বাধীনতার ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে চাই। মুছে ফেলতে চাই শেখ মুজিবুর রহমান বা শহীদ জিয়ার অবদান। আমাদের কোমলমতি সন্তানরা আমাদের আগামী প্রজন্ম তাহলে কি শিখবে। আর আমাদেরই বা কোন চোখে দেখবে? আমরা কি পারি না দেশের স্বার্থে, আগামী প্রজন্মের স্বার্থে মহান স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে?

ফাহিম হাসান, নারিন্দা, ঢাকা

টোকাই

পুরুষ অথবা নারীর সমকক্ষ হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন এসএসসি পাস করা মহিলা শিক্ষিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর অংক করাতে পারেন না। ঐ শিক্ষিকার কাছ থেকে কিভাবে ভালো শিক্ষা আশা করা যায়? আর এভাবে যদি শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান শুধু নিম্নগামীই হতে থাকবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার মান সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এতো খারাপ হয়ে গেছে যে, বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চায় না। তারা এখন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে অনুরোধ, আগামীতে যেন এই নারী-পুরুষ বৈষম্য না করা হয়। যদি নারী-পুরুষকে সমঅধিকার দেয়া হয় তাহলে যেন শিক্ষাগত যোগ্যতার কোটাও সমান করে দেয়া হয়।

খায়রুল আলম বাপ্পী
মাসুম হোসেন মোল্লা
বৈশাখী শ্রোতা সংঘ, খুলনা

আগ্রাসন

দীর্ঘদিন ধরেই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে ভিনদেশী জেলেদের উৎপাতের খবর শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ইদানীং এর রূপ সীমাহীন আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি ভারত, বার্মা ও থাইল্যান্ডের জেলেরা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বাংলাদেশের অংশে প্রবেশ করে মাছ শিকারসহ আমাদের দেশের জেলেদের ট্রলার, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছিনতাই ও ডাকাতি করছে। এমনকি হত্যাও করছে আমাদের দেশের জেলেদের। দেশের জেলেরা নিয়তই নির্যাতিত হচ্ছে ভিনদেশী জেলেদের কাছে। যাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে মৎস্য শিকার একান্তই প্রয়োজন। পরিস্থিতি এমনই যে, এখনই যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়া হয় তবে আমাদের দেশের জেলেদের জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য এ পরিস্থিতি হুমকি হয়ে দেখা দেবে।

Monir
Port Klang, Malaysia

অতঃপর সংখ্যালঘু...

নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট জয়ী হবার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়েছে। কোনো কোনো এলাকার নির্যাতনের খবর সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। আবার কোনো কোনো এলাকায় অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে গোপনে, হচ্ছে মানসিক নির্যাতন। সেই মানসিক অত্যাচার বা নির্যাতনের কথা হয়তো কাউকে বলাও যাবে না। হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে এবং হচ্ছে এর আগে কখনও এত ব্যাপকভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা হয়নি। অথচ সরকার এটাকে বলছে অতিরঞ্জিত এবং কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সরকারের জবাবদিহিতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই এর সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন।

প্রবীর
খালবলা বাজার, ঈশ্বরগঞ্জ

লেখকদের গ্রহণযোগ্যতা

দেশের বরেণ্য সাংবাদিক মরহুম মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, রণেশ দাসগুপ্ত এবং সিরাজউদ্দিন হোসেনের মতো আরো অনেকের কথা মানুষ আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাদের বক্তব্য জনগণের কাছে নিবেদন করে গেছেন। তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দলের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাদের লেখায় দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথাই থাকতো বেশি। তাদেরকে কোনো দলের লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতো না। তারা ছিলেন সার্বজনীন। আজও আমরা বেশ ক'জন ভালো লেখক, কলামিস্ট দেখতে পাই। তাদের লেখা অত্যন্ত ক্ষুরধার। কিন্তু একটি জায়গায় তারা স্থবির, পঙ্গু। তা হলো নিজ সমর্থিত দলের প্রতি তারা ভীষণ দুর্বল। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং অন্যান্য সমস্ত গুণই বিদ্যমান। কিন্তু নিজ দলের দুর্বলতা তাদেরকে আক্রান্ত করে ফেলেছে। তাদের মন এতোটাই আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে তারা নিজেরাও এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে সচেতন নন। এতে কি তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে না?

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

ই ন্টা র নে ট ফো ন

সম্প্রতি কল টার্মিনেশন নিয়ে খুব কথা উঠেছে। বলা হচ্ছে আমেরিকা, ইউরোপ এবং কানাডা থেকে আইএসডি কলসমূহ বিটিটিবিকে বাইপাস করে দেশের আইএসপিসমূহের ভিস্যাটের মাধ্যমে দেশের যেকোনো টেলিফোনে কল করা যাচ্ছে। আর এটাকেই বিটিটিবি বলছে 'কল টার্মিনেশন'। আসলে এটা ইন্টারনেট ফোন ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ফোন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অথচ বিটিটিবি চাইছে এদেশে ইন্টারনেট ফোনের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে এবং ষড়যন্ত্র করছে দেশের মানুষকে এই আধুনিক প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত করতে। বিটিটিবি'র যুক্তি হচ্ছে ইন্টার ফোনের কারণে তার রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বিটিটিবিকে বুঝতে হবে বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। আর বিটিটিবিসহ সবাইকে মনে রাখতে হবে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে কখনো থামিয়ে রাখা যায় না। ইন্টারনেটের অগ্রযাত্রাকে বন্ধ করতে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি বিটিটিবি। ইন্টানেট ফোনের ক্ষেত্রেও বিটিটিবি'র ষড়যন্ত্র সফল হবে না। মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তথা সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, ইন্টারনেট ফোনের বিরুদ্ধে বিটিটিবি'র ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন। জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে দিন।

আহমেদ ইমতিয়াজ, বনানী, ঢাকা

বাস্তবতা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিগত পাঁচ বছরে বিরোধীদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতাই করেননি। এমনকি তার মন্ত্রী-এমপিরাও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে অত্যন্ত কদর্য ও অশালীন আচরণ করেছেন। বিগত পাঁচ বছর বাংলাদেশকে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করার পরিণতি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চরম বিপর্যয়। ক্ষমতায় থাকতে একটা লাশের বদলে দশটা লাশ ফেলার হুমকি, সন্ত্রাসীদের লালন, গডফাদারদের উৎসাহদান, বিরোধী নেত্রীকে সভা-সমাবেশে বাধাদান, রাস্তা অবরোধ করে বিরোধী নেত্রীকে প্রাণনাশের চেষ্টা ইত্যাদির কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় ধস নামে। এসব কারণেই আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয় এবং এটাই বাস্তবতা।

লাড্‌লা
পিলখানা, ঢাকা